বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য মন্ত্রণালয়

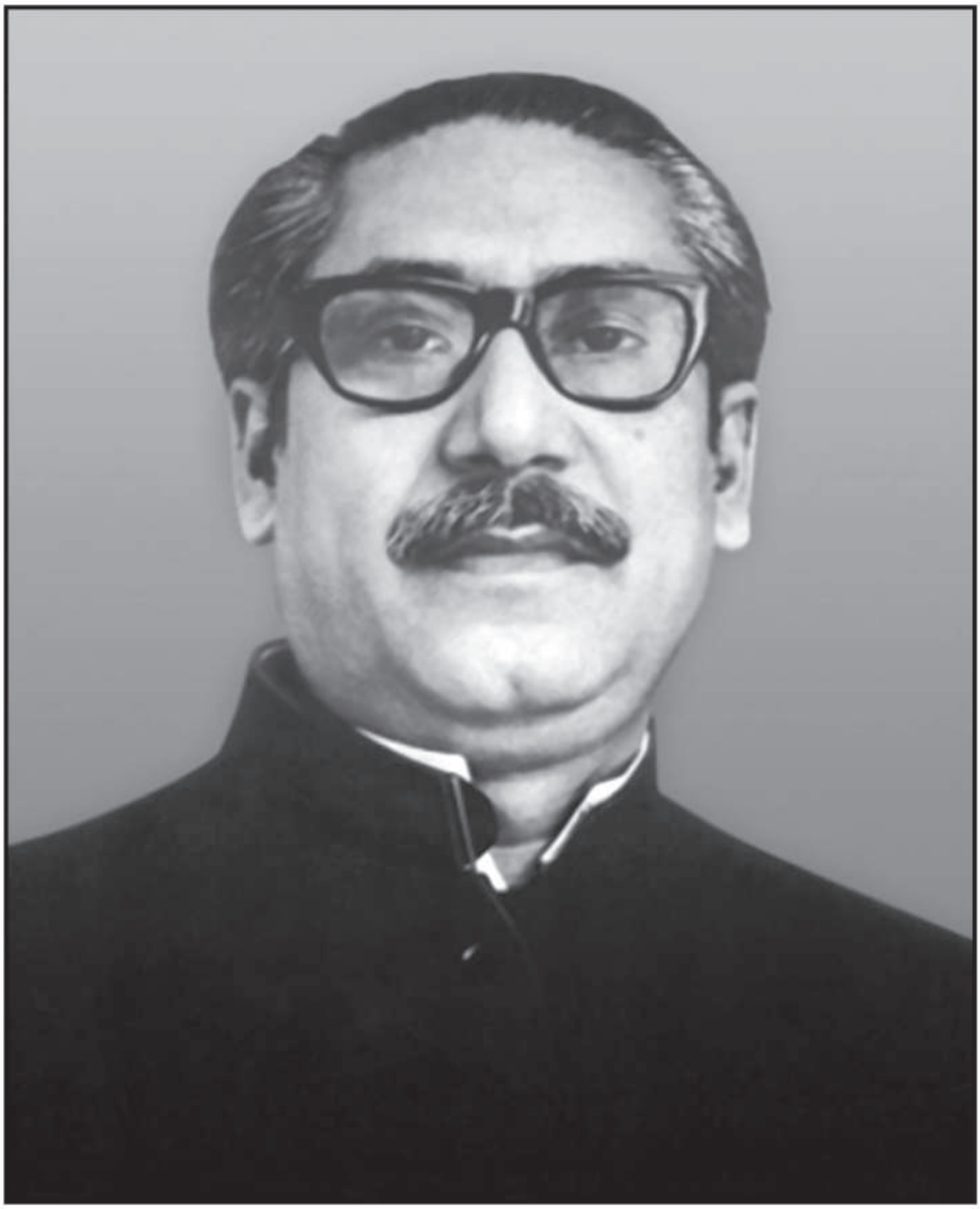

"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"খাদ্যের চাহিদা পূরণের পর এখন দৃষ্টি পুষ্টির দিকে।"

-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

খাদ্য অধিদপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। খাদ্য অধিদপ্তরের "বার্ষিক প্রতিবেদন" প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যাবলী ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে খাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা।

সরকারের কার্যবিধি অনুযায়ী জাতির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব খাদ্য বিভাগের উপর ন্যস্ত। সব সময় সব শ্রেণির নাগরিকের সুস্থ জীবন যাপনে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। "জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য"- এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা অনুযায়ী নতুন খাদ্যনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে সুসংহত করে দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারসমূহের জন্য অধিকতর লক্ষ্যমুখী করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা মহামারির মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও সময়োপযোগী নির্দেশনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সহজলভ্যতা সন্তোষজনকভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। চলমান করোনা মহামারির প্রেক্ষিতে সারাদেশে নিয়মিত ওএমএস এর পাশাপাশি বিশেষ ওএমএস,খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে নিম্ন আয়ের কর্মহীন মানুষের খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে।

"শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ"- শ্লোগানকে সামনে রেখে সারাদেশে হতদরিদ্রদের জন্য ১০/- টাকা কেজি দরে চাল বিক্রির কার্যক্রম "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি" চালু রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭.৪২ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম চালু রয়েছে। শিশু ও নারীর পুষ্টি উন্নয়নমুখী কার্যক্রমসমূহ জোরদার করা হয়েছে। অসহায় জনগোষ্ঠীর পুষ্টিবস্থা উন্নয়নের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫০টি উপজেলায় ও ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

সরকার টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তুলতে এবং কৃষকের উৎপাদিত ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বোরো ও আমন সংগ্রহ মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে ৪.২১লাখ মে.টন ধান, ১১.৭৬লাখ মে.টন চাল ও ১.০৩লাখ মে.টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জি টু জি চুক্তির মাধ্যমে ৫.৮২ লাখ মে.টন চাল ও ৪.৭৮লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়েছে। "ডিজিটাল খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা ও কৃষকের অ্যাপ" এর মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান ক্রয় করে কৃষকদের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। চলতি বোরো'২০২১ সংগ্রহ মৌসুমে ২১০টি উপজেলায় "কৃষকের অ্যাপ" এর মাধ্যমে ধান ক্রয় করা হয়। এ কার্যক্রম সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সারাদেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুত সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণ ও আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে ২০০টি ধানের সাইলো নির্মাণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ৩০টি সাইলো পাইলটিং আকারে নির্মাণ প্রকল্প ইতোমধ্যে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন (মুজিববর্ষ) উপলক্ষ্যে সরকার দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির নিরাপদ ও আপদকালীন খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩(তিন) লাখ হাউজহোল্ড সাইলো (পারিবারিক সাইলো) বিতরণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি
মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

খাদ্য অধিদপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও তার অধিনস্ত দপ্তরসমূহ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। সরকারের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তর নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জনগণের নিকট খাদ্য সরবরাহ, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কৃষককে ন্যায্যমূল্য প্রদান এবং সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বিশেষ করে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহণ, বিতরণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকান্ড খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাবকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাধারণ ছুটিকালীনও খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন সকল স্থাপনা খোলা রেখে সারাদেশে নিয়মিত ওএমএস এর পাশাপাশি বিশেষ ওএমএস, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে অতি দরিদ্র, দুস্থ ও নিম্ন আয়ের কর্মহীন মানুষের খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা হয়েছে। লকডাউন পরিস্থিতিতেও খাদ্যশস্য পরিবহণ নিরবচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ৭.৪২ লাখ মে.টন চাল এবং ওএমএস খাতে ১.২৮ লাখ মে.টন(প্রায়) চাল ও ২.৩২ লাখ মে.টন আটা বিতরণ করা হয়েছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি কর্মসূচিতে ৩২০টি উপজেলায় ভিটামিন এ. বি$_1$, বি$_{12}$, ফলিক এসিড, আয়রণ ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টিচাল বিতরণ করা হচ্ছে। খাদ্যবান্ধব, ওএমএস, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করে দেশের বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভবপর হয়েছে।

"শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ"- শ্লোগানকে সামনে রেখে সারাদেশে হতদরিদ্রদের জন্য ১০/- টাকা কেজি দরে চাল বিক্রির কার্যক্রম "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি" চালু রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিব বর্ষে খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির নিরাপদ ও আপদকালীন খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩(তিন) লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খাদ্য মজুত সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণ ও আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ, অনুবিভাগ এবং শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সন্নিবেশ করা আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য থেকে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসহ আগ্রহী সকলেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মকান্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম)
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে উন্নীত করার প্রয়াসে খাদ্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তরের এই নিরলস প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

খাদ্য অধিদপ্তর দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারি সংরক্ষণাগারে তা মজুত করে থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সহ আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে থাকে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকের নিকট হতে চাল সংগ্রহ করে খাদ্যগুদামে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে, খাদ্যমন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এবং খাদ্য সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম এর যোগ্য নের্তৃত্ব ও বলিষ্ঠ ভূমিকায় খাদ্য অধিদপ্তর শত প্রতিকূলতা সত্বেও এগিয়ে যাচ্ছে এবং জনগণের দোরগোড়ায় সব ধরণের সেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৬ সাল থেকে Public Food Distribuiton System (PFDS) এর আওতায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে কর্মাভাবকালীন ৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর) প্রতি কেজি ১০/- টাকা দরে মাসে ৩০ কেজি হারে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। এ কর্মসূচিতে ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৩.৪১ লাখ মেঃ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। স্বল্পআয়ের জনগণের স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এবং বাজারে চাল ও আটার বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় চাল ও আটা বিক্রয় করা হচ্ছে এবং এ খোলা আটার পাশাপাশি ২ কেজির প্যাকেটজাত আটা সাশ্রয়ী মূল্যে ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিক্রয় করা হচ্ছে। এছাড়াও ঢাকা মহানগরে ওএমএস এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য নিম্ন আয়ের জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত ভ্রাম্যমান ২০টি ট্রাকে প্রতিদিন চাল এবং আটা বিক্রি করা হচ্ছে।

প্রতি বছর বোরো, আমন ও গম সংগ্রহ মৌসুমে ধান, চাল ও গম সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সরকারের নিরাপদ মজুদ গড়ে তোলা ও কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে খাদ্য অধিদপ্তর সহায়তা করে যাচ্ছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৪.২১ লাখ মে:টন ধান, ১১.৭৬ লাখ মে:টন চাল ও ১.০৩ লাখ মে:টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও বৈদেশিক উৎস হতে ৫.৭৩ মে:টন চাল ও ৪.৭৯ লাখ মে:টন গম আমদানি করা হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি) লক্ষ্যগুলোর অন্যতম একটি হচ্ছে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়া এবং বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নাগরিকের পুষ্টি উন্নয়নকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রত্যয় নিয়ে বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি খাতে মোট ৩২০ টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের কার্যক্রম চলমান আছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হোক, ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হোক এই কামনা করছি।

(শেখ মুজিবর রহমান)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

আমাদের কথা

বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক দেশ ও রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটেছে। 'যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ, যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস' সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন। এটি সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সাহসী এবং টেকসই উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার অভিপ্রায়ে আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার ইতোমধ্যেই কৌশলগত পরিকল্পনা নির্ধারণ করছে। এরই অংশ হিসেবে নির্ধারিত টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের মাধ্যমে কৃষকগনকে উৎপাদনে উৎসাহী করার লক্ষ্যে বছরে দুইটি মৌসুমে (বোরো ও আমন) অভ্যন্তরীণভাবে ধান, চাল ও গম সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রকৃত কৃষকগনের নিকট হতে ধান ক্রয় নিশ্চিত কল্পে 'কৃষকের অ্যাপ' চালু আছে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমও শুরু হয়েছে ব্যাপকভাবে। কৃষকের অ্যাপের পাশাপাশি খাদ্যশস্য মুভমেন্ট সফট্ওয়্যার ও অডিট ম্যানুয়াল সফট্ওয়্যার নামে আরো দুটি সফট্ওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। এ দুটি সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে ইতিমধ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগকালে দীর্ঘ খাদ্য মজুদের লক্ষ্যে ৮টি আধুনিক ষ্টীল সাইলো নির্মাণের কাজও বর্তমানে চলমান রয়েছে। খাদ্য বিভাগকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের কাজ চলছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩.০০ লক্ষ হাউজহোল্ড সাইলো বিতরণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

এছাড়া, খাদ্য অধিদপ্তরের ৭২৫ টি স্থাপনার সংস্কার ও মেরামতের কাজও অপর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে দারিদ্র বিমোচন ও ক্ষুধা মুক্তির লক্ষ্য বাস্তবায়নের পাশাপাশি মানুষের পুষ্টিহীনতা দূর করাও এখন সময়ের দাবি হওয়ায় ভিজিডি ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২১০টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণ করা হয়েছে। আমরা নিশ্চিতভাবে ২০৪১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা এ দেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র বিনির্মান করতে বদ্ধপরিকর। এতে খাদ্য বিভাগের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি রয়েছে অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক হাজারো চ্যালেঞ্জ। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্য অধিদপ্তর ও এর মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যপরিধির পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে একটি উন্নত সংগঠন হিসেবে একে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগন নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের তথ্যাবলি নিয়ে প্রকাশিত ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন, খাদ্য শস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন, সরবরাহ এবং এর কাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন তথ্য স্থান পেয়েছে। ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সদস্যগনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

প্রতিবেদনটি সম্পর্কে সকলের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে যা এর মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।

(মোঃ জামাল হোসেন)
অতিরিক্ত পরিচালক
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
ও
আহবায়ক
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

প্রকাশক
খাদ্য অধিদপ্তর
১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল
জানুয়ারি, ২০২২

স্বত্ব
খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সূচিপত্র

ক্রমিক		বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্র		১৪-১৬
	সারণি তালিকা		১৭
	লেখচিত্র তালিকা		১৮
	আলোকচিত্র তালিকা		১৯-২০
	প্রারম্ভিকা		২১-২২
১.০	সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি		
	১.১	সাংগঠনিক কাঠামো	২৩
	১.২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম	২৪
২.০	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা		
	২.১	প্রশাসন বিভাগঃ	২৬
		২.১.১ অর্গানোগ্রাম	২৬
		২.১.২ সংস্থাপন শাখাঃ	২৬
		২.১.২.১ খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য	২৭
		২.১.২.২ শুদ্ধাচার বিষয়ক	৩০
		২.১.২.৩ করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকার	৩০
		২.১.২.৪ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ওএমএস এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	৩০
		২.১.২.৫ প্রকল্পসমূহে করোনার প্রভাব	৩১
		২.১.৩ তদন্ত ও মামলা শাখাঃ	৩২
		২.১.৪ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি)	৩৩
	২.২	প্রশিক্ষণ বিভাগঃ	৩৪
		২.২.১ অর্গানোগ্রাম	৩৪
		২.২.২ বিভাগ পরিচিতি	৩৪
		২.২.৩ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	৩৫
		২.২.৪ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন পদ্ধতি	৩৫
		২.২.৫ বিভাগের কর্মকান্ড	৩৫
		২.২.৬ প্রশিক্ষক	৩৬
৩.০	খাদ্য পরিস্থিতি (২০২০-২১)		৩৬
	৩.১	উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি	৩৭
	৩.২	খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি	৩৮
		৩.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি	৩৮
		৩.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি	৪০
৪.০	সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা		
	৪.১	সংগ্রহ বিভাগঃ	৪২
		৪.১.১ অর্গানোগ্রাম	৪২
		৪.১.২ সংগ্রহ বিভাগের কার্যক্রম	৪২
		৪.১.৩ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সংগ্রহ বিভাগ হতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৪২
		৪.১.৪ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	৪৩
		৪.১.৫ বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের সংগ্রহ চিত্র	৪৩
	৪.২	সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগঃ	
		৪.২.১ অর্গানোগ্রাম	৪৫
		৪.২.২ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS)	৪৫
		৪.২.৩ আর্থিক খাত	৪৬
		৪.২.৪ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	৪৬

সূচিপত্র

	৪.২.৫	খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়	৪৬
	৪.২.৬	প্যাকেট আটা বিক্রয়	৪৬
	৪.২.৭	এলইআই	৪৬
	৪.২.৮	অ-আর্থিক খাতে বিতরণ	৪৬
	৪.২.৯	মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দর	৪৭
	৪.২.১০	পুষ্টিচাল বিতরণ	৪৮
		৪.২.১০.১ মুজিববর্ষে পুষ্টিচাল বিতরণ	৪৮
		৪.২.১০.২ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পুষ্টিচাল বিতরণ	৪৯
৪.৩	**চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগঃ**		
	৪.৩.১	অর্গানোগ্রাম	৪৯
	৪.৩.২	চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ	৫০
	৪.৩.৩	চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের মঞ্জুরিকৃত পদের তথ্য	৫০
	৪.৩.৪	খাদ্যশস্য পরিবহন ঠিকাদারের সংখ্যা	৫০
	৪.৩.৫	খাদ্যশস্য পরিবহন	৫১
	৪.৩.৬	চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য	৫১
	৪.৩.৭	খাদ্যশস্য মজুত	৫২
	৪.৩.৮	গুদাম ভাড়া প্রদান	৫৩
	৪.৩.৯	রেল সাইডিং মেরামত	৫৩
	৪.৩.১০	সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা	৫৪
	৪.৩.১১	সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চলাচলসূচি জারি	৫৪
৪.৪	**পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগঃ**		৫৪
	৪.৪.১	অর্গানোগ্রাম	৫৪
	৪.৪.২	পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা কার্যক্রম	৫৫
		৪.৪.২.১ খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ	৫৫
		৪.৪.২.২ ময়েশ্চার মিটার ক্রয়	৫৫
		৪.৪.২.৩ গ্যাস প্রুফ শীট ক্রয়	৫৫
		৪.৪.২.৪ আনলোডার ক্রয়	৫৫
		৪.৪.২.৫ যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫৫
		৪.৪.২.৬ কাঠের ডানেজ ক্রয়	৫৫
		৪.৪.২.৭ ডিজিটাল ওয়েব্রীজ এবং ডিজিটাল প্লাটফর্ম স্কেল ক্রয়	৫৫
৪.৫	**নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট**		
	৪.৫.১	অর্গানোগ্রাম	৫৬
	৪.৫.২	নির্মান ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের (খাদ্য অধিদপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের) জনবলের বর্তমান অবস্থা	৫৬
	৪.৫.৩	নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের কার্যাবলি	৫৬
৫.০	**নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষন ইউনিটের উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ**		
৫.১	২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ		৫৭
	৫.১.১ প্রকল্পের নাম "সারাদেশে ১.০৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ"		৫৭
	৫.১.২ প্রকল্পের নাম "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প"		৫৭
	৫.১.৩ প্রকল্পের নাম "পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ"		৫৮
	৫.১.৪ প্রকল্পের নাম "প্রিমিক্স কার্ণেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ"		৫৮
	৫.১.৫ প্রকল্পের নাম "দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ"		৫৮
	৫.১.৬ প্রকল্পের নাম "দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ"		৫৮
	৫.১.৭	অননুমোদিত নতুন (পাইপলাইন) প্রকল্প	৫৮
		৫.১.৭.১ দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ	৫৮

সূচিপত্র

৬.০	**হিসাব ও অর্থ বিভাগ**		
	৬.১	অর্গানোগ্রাম	৫৯
	৬.২	বাজেট ব্যবস্থাপনা	৫৯
		৬.২.১ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ	৫৯
		৬.২.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৬০
৭.০	**অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ**		
	৭.১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের অর্গানোগ্রাম	৬৩
	৭.২	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম	৬৩
	৭.৩	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠন	৬৩
	৭.৪	অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরী	৬৪
৮.০	**এমআইএসএন্ডএম বিভাগ**		
	৮.১	এমআইএসএন্ডএম বিভাগের অর্গানোগ্রাম	৬৫
	৮.২	এমআইএসএন্ডএম বিভাগের কার্যক্রম	৬৫
		৮.২.১ দৈনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	৬৫
		৮.২.২ সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	৬৬
		৮.২.৩ মাসিক প্রতিবেদন	৬৬
		৮.২.৪ বিশেষ প্রতিবেদন	৬৬
		৮.২.৫ কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা	৬৬
		৮.২.৬ খাদ্য বিভাগীয় বেসরকারি কল্যাণ তহবিল	৬৬
		৮.২.৭ কন্ট্রোল রুম	৬৬
৯.০	**বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা শাখা**		
	৯.১	বাণিজ্যিক নিরীক্ষার কার্যক্রম	৬৬
	৯.২	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	৬৭
	৯.৩	দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	৬৭
১০.০	**আইসিটি কার্যক্রম**		
	১০.১	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের অর্গানোগ্রাম	৬৯
	১০.২	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট	৬৯
	১০.৩	ইনোভেশন কার্যক্রম	৭০
১১.০	**১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প এর অগ্রগতি**		৭১
	১১.১	২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দ ও ব্যয়	৭১
	১১.২	মোট গুদামের সংখ্যা	৭১
	১১.৩	মোট হস্তান্তরিত গুদামের সংখ্যা	৭২
	১১.৪	প্রক্রিয়াধীন গুদামের সংখ্যা	৭৩
	১১.৫	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৭৩
১২.০	**আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প এর অগ্রগতি**		৭৪-৭৮
১৩.০	**প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মান প্রকল্প এর হালনাগাদ তথ্য**		৭৯
	১৩.১	কেন এই প্রকল্প	৭৯
	১৩.২	প্রকল্পের লক্ষমাত্রা	৭৯
	১৩.৩	প্রকল্পের অধীন বাস্তবায়িত প্রধান অঙ্গসমূহ ও বাস্তব অগ্রগতি	৭৯
	১৩.৪	কার্নেল তৈরীর কারিগরী পদ্ধতি	৮১
১৪.০	**জাতির জনকের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় 'মুজিববর্ষ' পালন**		৮২-৮৩
১৫.০	The Need of Nutrition and the Role of the Food Department in the Field of Nutrition		৮৪-৮৮
১৬.০	**করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম**		৮৯
	১৬.১	আমরা যাদের হারালাম	৮৯
১৭.০	**শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)**		৯০-৯১

সারণির তালিকা

সারণি	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যা	২৫
০২	২০২০-২০২১ অর্থবছরে শ্রেণি ভিত্তিক পদোন্নতির তথ্য	২৮
০৩	২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্থাপনা ভিত্তিক পদ সৃজন সংক্রান্ত তথ্য	২৯
০৪	২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর হতে পিআরএল এ গমনকারীদের তালিকা	৩৪
০৫	২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৩৫
০৬	অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন	৩৭
০৭	মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	৩৮
০৮	আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি ২০২০-২০২১	৪০
০৯	বিগত ৫ বছরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্র হতে সংগৃহীত চাল ও গমের তথ্য	৪৩
১০	পিএফডিএস খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ	৪৭
১১	২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা	৫০
১২	চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য	৫১
১৩	২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাসওয়ারি খাদ্যশস্যের মজুত	৫২
১৪	বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য	৫৩
১৫	ব্যয় বাজেট (২০২০-২০২১)	৫৯
১৬	প্রাপ্তি বাজেট (২০২০-২০২১)	৬০
১৭	খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন (২০২০-২০২১)	৬১
১৮	২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম	৬৩
১৯	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম	৬৭
২০	খাদ্য অধিদপ্তরের দ্বিপক্ষীয় সভায় ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী	৬৭
২১	খাদ্য অধিদপ্তরের ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০১৯-২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণী	৬৮

লেখচিত্রের তালিকা

লেখচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য	২৭
০২	খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য	২৯
০৩	বিভাগীয় মামলা ছাড়া অন্যান্য চলমান মামলার তথ্য	৩৩
০৪	পিপিটি শাখার কার্যক্রম	৩৩
০৫	২০২০-২০২১ অর্থবছরে পূর্ববর্তী ৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য	৩৬
০৬	২০২০-২০২১ অর্থবছর খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতি	৩৮
০৭	মোটা চালের খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে জাতীয় গড় বাজার দর	৩৯
০৮	গমের খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য	৩৯
০৯	খোলা আটার খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে জাতীয় গড় বাজার দর	৪০
১০	চালের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি ২০২০-২০২১	৪১
১১	গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি ২০২০-২০২১	৪১
১২	খাদ্যশস্য সংগ্রহের চিত্র	৪৩
১৩	অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে চাল সংগ্রহের চিত্র	৪৪
১৪	অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে গম সংগ্রহের চিত্র	৪৪
১৫	পিএফডিএস খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ	৪৭
১৬	২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাস ভিত্তিক চাল ও আটার গড় বাজার দর	৪৮
১৭	২০২০-২০২১ অর্থবছরের পরিবহণ ঠিকাদারের সংখ্যা	৫১
১৮	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ	৫১
১৯	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাসওয়ারি খাদ্যশস্যের মজুত	৫২
২০	বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য	৫৩
২১	ব্যয় বাজেটের তুলনামূলক চিত্র	৬০
২২	প্রাপ্তি বাজেটের তুলনামূলক চিত্র	৬০
২৩	খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (সংগ্রহ)	৬২
২৪	খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (বিতরণ)	৬২
২৫	অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে বিভাগওয়ারী আপত্তি আপলোডের তথ্য	৬৪
২৬	দ্বিপক্ষীয় সভায় ২০১৯-২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র	৬৮
২৭	ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০১৯-২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র	৬৮
২৮	১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পে বিভাগওয়ারী বরাদ্দকৃত গুদামের সংখ্যা	৭২
২৯	১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পে বিভাগওয়ারী হস্তান্তরিত গুদামের সংখ্যা	৭২

আলোকচিত্রের তালিকা

আলোকচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ময়মনসিংহ রাইস সাইলো পরিদর্শনে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, মাননীয় সচিব এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ	৭৪
০২	ময়মনসিংহ রাইস সাইলো	৭৪
০৩	আশুগঞ্জ রাইস সাইলো পরিদর্শনে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, মাননীয় সচিব এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ	৭৫
০৪	আশুগঞ্জ রাইস সাইলো	৭৫
০৫	মধুপুর রাইস সাইলো (অফিস ভবন)	৭৫
০৬	মধুপুর রাইস সাইলো	৭৬
০৭	বরিশাল রাইস সাইলো নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (১)	৭৬
০৮	বরিশাল রাইস সাইলো নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (২)	৭৭
০৯	বরিশাল রাইস সাইলো নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (৩)	৭৭
১০	অনলাইন ফুড স্টক ও মার্কেট মনিটরিং সিস্টেম (Package DG-27a) ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (১)	৭৮
১১	অনলাইন ফুড স্টক ও মার্কেট মনিটরিং সিস্টেম (Package DG-27a) ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (২)	৭৮
১২	জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, মাননীয় সচিব	৯২
১৩	জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর মুরালে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী ও মাননীয় সচিবের পুষ্পস্তবক অর্পণ	৯২
১৪	জাতীয় শোক দিবসে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে কর্মকর্তাবৃন্দ	৯৩
১৫	জাতীয় শোক দিবসে খাদ্য অধিদপ্তরে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ কর্ণারের সামনে কর্মকর্তাবৃন্দ	৯৩
১৬	বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ	৯৪
১৭	বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার মাঠে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ	৯৪
১৮	বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত লন টেনিস টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ (১)	৯৫
১৯	বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত লন টেনিস টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ (২)	৯৫
২০	বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ব্যডমিন্টন টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ (১)	৯৫
২১	বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ব্যডমিন্টন টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ (২)	৯৬
২২	বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	৯৬
২৩	বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	৯৬
২৪	বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	৯৭
২৫	বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	৯৭
২৬	বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	৯৭
২৭	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	৯৮
২৮	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	৯৮
২৯	অংশীজনের মতবিনিময় সভায় মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী ও মাননীয় সচিব মহোদয়	৯৯
৩০	অংশীজনের মতবিনিময় সভায় অংশীজন ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ	৯৯
৩১	নব-যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০২০ এ মহাপরিচালক মহোদয়	১০০
৩২	নব-যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০২০ এ নব-যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের একাংশ	১০০

আলোকচিত্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৩	মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	১০১
৩৪	মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাবৃন্দ	১০১
৩৫	ওএমএস কার্যক্রম পরিদর্শনকালে ক্রেতার হাতে ব্যাগ তুলে দিচ্ছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি	১০২
৩৬	ট্রাকসেলের মাধ্যমে ওএমএস এর চাল বিতরণ	১০২
৩৭	কিউআর কোড সিষ্টেমে বিশেষ ওএমএস এর চাউল বিক্রি উদ্বোধন	১০৩
৩৮	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ	১০৩
৩৯	নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তা দিতে ২৫ জুলাই থেকে বিশেষ ওএমএস	১০৩

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ

প্রারম্ভিকা

১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক বেঙ্গল রেশনিং অর্ডারের দ্বারা 'বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ফুড ও সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে অধিদপ্তরকে এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং পূর্ণাঙ্গ খাদ্য অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং সর্বশেষ ২০১২ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে আলাদা করে খাদ্য অধিদপ্তরকে নিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার ও পুর্ণগঠনের ফলে খাদ্য বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যপদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। খাদ্য বিভাগের হিসাব সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং পদ্ধতির সংস্কারের সাথে সাথে সামগ্রিক কার্যধারায় দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিলি বিতরণের কাজ খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে যাচ্ছে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের একটিতে পরিণত হয়েছে।

অতীতে বাংলাদেশ ছিল একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ। এ ঘাটতি মেটাতে হয়েছে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির মাধ্যমে। সেটা ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাই তিনি বলেছিলেন, 'খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদেরই উৎপাদন করতে হবে। আমরা কেন অন্যের কাছে ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজের সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করব।'

খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি বছরের কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র। খাদ্য অধিদপ্তরের কাজ মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সরকারি সংরক্ষণাগারে তা মজুত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে বিতরণ করা, খাদ্যশস্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদানুযায়ী স্বল্পমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, আপদকালে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য প্রেরণ, কৃষকের নিকট হতে মূল্য সহায়তার মাধ্যমে ধান ও গম ক্রয় এবং চালকল মালিকের নিকট হতে চাল সরকারি খাদ্য গুদামে অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করা। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হলে তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য বিভাগ কর্তৃক ৪.২১ লাখ মে.টন ধান, ১১.৭৬ লাখ মে.টন চাল ও ১.০৩ লাখ মে.টন গম অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়। বৈদেশিক উৎস হতে সরকারিভাবে ৫.৭৩ লাখ মে.টন চাল এবং ৪.৭৯ লাখ মে.টন গম এবং বেসরকারিভাবে ৭.৮৬ লাখ মে.টন চাল এবং ৪৮.৬৪ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়। সরকারি ও বেসরকারিভাবে সর্বমোট ১৩.৫৯ লাখ মে. টন চাল এবং প্রায় ৫৩.৪৩ লাখ মে.টন গম আমদানি করা হয়। অর্থাৎ দেশে সর্বমোট প্রায় ৬৭.০২ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমদানি করা হয়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২ এ উল্লেখিত "ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন" নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার গৃহীত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির (ওএমএস, খাদ্য বান্ধব, ভিজিডি ইত্যাদি) আওতায় এবং বিভিন্ন চ্যানেলে (ইপি, ওপি, জিআর ইত্যাদি) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রায় ২২.৯০ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য বিভিন্ন খাতে বিতরণ করা হয়, যার মধ্যে চাল ১৭.৭০ লাখ মে.টন এবং গম ৫.২০ লাখ মে.টন। জনগনের পুষ্টিস্তর উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। শিশু ও নারীর পুষ্টি উন্নয়নমুখী কার্যক্রমসমূহ জোরদার করা হয়েছে। অসহায় জনগোষ্ঠীর পুষ্টিবস্থা উন্নয়নের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫০টি উপজেলায় ও ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণের কার্যক্রম খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে এবং আমদানিকৃত খাদ্যশস্য পোর্ট হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক, নৌ ও রেল পথে পরিবাহিত হয়, যার মধ্যে চাল ৮.৮৩ লাখ মে.টন এবং গম ৬.২৩ লাখ মে.টন। রেল পথে ৭.০৬%, নৌ পথে ৩০.০৮% এবং সড়ক পথে ৬২.৮৬% খাদ্যশস্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য বিভাগের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকারি গুদামে সর্বোচ্চ মজুত ছিল ১৪.৬১ লাখ মে. টন এবং সর্বনিম্ন ৪.৫৫ লাখ মে. টন। এ অর্থবছরে দেশে চাল ও গমের বাজার দর উর্ধ্বমূখী ছিল। সিদ্ধ চালের রপ্তানি মুল্য (এফ.ও.বি) গত জুলাই/২০ মাসের তুলনায় জুন/২১ মাসে ভিয়েতনাম ও পাকিস্তানে যথাক্রমে প্রায় ৭% ও ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতীয় সিদ্ধ (৫% ভাঙ্গা) চালের মূল্য স্থিতিশীল ছিল। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের লাল নরম গম, ইউক্রেন ও রাশিয়ার গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ২৯%, ২৬% ও ২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন জেলায় ১০০০ মে.টন ধারণক্ষম ৪৮টি এবং ৫০০ মে.টন ধারণক্ষম ১১৪ টি সহ সর্বমোট ১৬২ টি গুদাম নির্মানের কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে ৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ১০৫টি ও ১০০০ মে. টন ধারণক্ষমতার ৪০টি গুদামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় আশুগঞ্জ, মধুপুর ও ময়মনসিংহ সাইটে ৩টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

দুর্যোগকালীন সময়ে পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে গত ৬ মে,২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পাঁচ লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির নিরাপদ ও আপদকালীন খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩(তিন) লাখ হাউজহোল্ড সাইলো (পারিবারিক সাইলো) বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খাদ্য অধিদপ্তরে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের 'ডিজিটাল-বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তবায়নের ধারায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অনলাইন খাদ্য মজুত ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় Food Stock and Market Monitoring System (Package DG-27a) চালুকরার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিগত ২৪/০৬/২০২১ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি বাস্তবায়িত হলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগবে, পরিবর্তন আসবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর LICT প্রকল্পের সহযোগিতায় মিলারদের নিকট হতে চাল এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান ও গম সংগ্রহের অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এটি বাস্তবায়িত হলে মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য হ্রাস পাবে। ফলে প্রকৃত কৃষক উপকৃত হবে এবং সংগ্রহ কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা আসবে।

দেশের ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলেছে এবং ধারণক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি

১.১ সাংগঠনিক কাঠামোঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামোতে পুনঃবিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নতুনভাবে প্রশাসনিক বিভাগ ও উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারিত হয়।

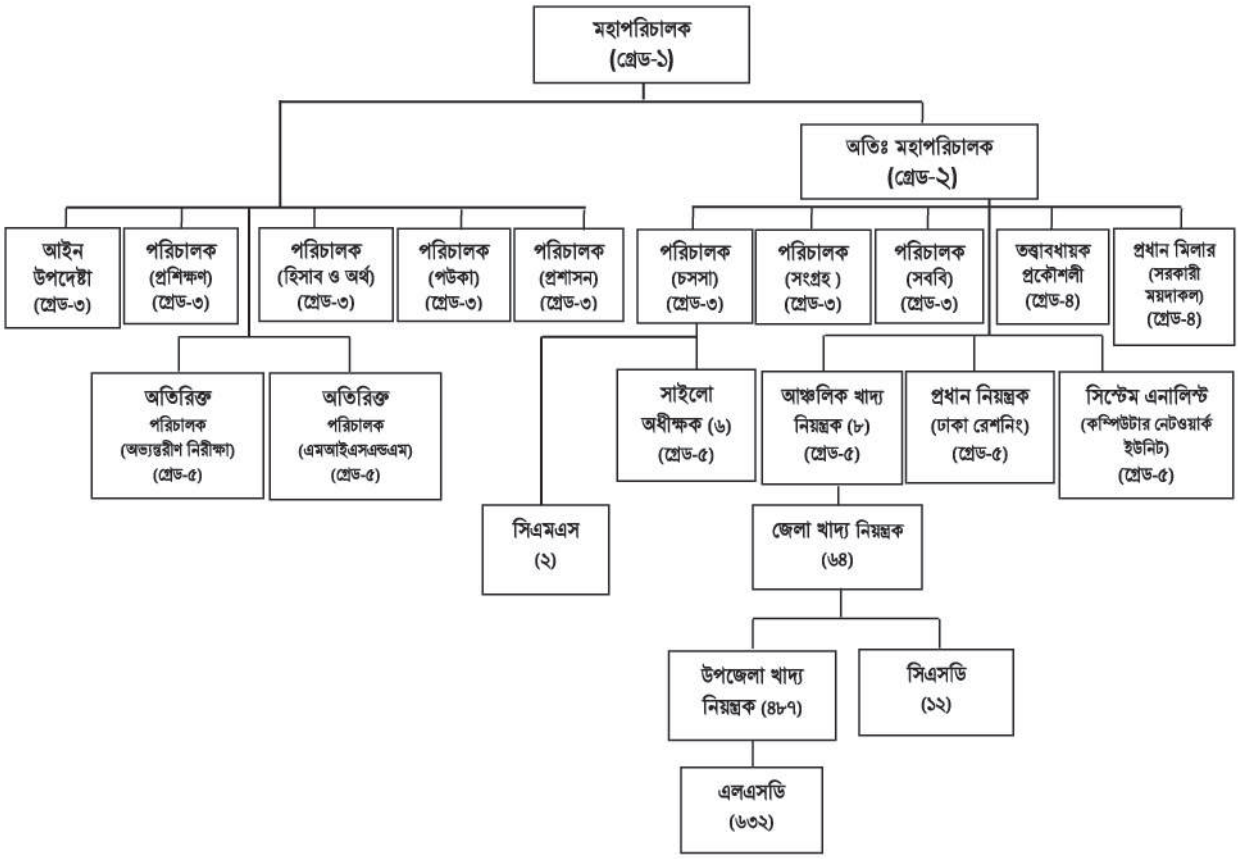

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারাদেশকে ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ এবং জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডির মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

১.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- জরুরি গ্রাহকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা (খাদ্যশস্য আমদানি ও রেশন);
- আপদকালীন মজুত গড়ে তোলা (নিরাপত্তা মজুত);
- খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ);
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর চাহিদা পূরণ করা (ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা ও টিআর);
- মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা (ওএমএস ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী);
- কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য সংগ্রহ,সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা;
- কৃষক এবং ভোক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠামো অর্জন;
- কার্যকর ও যুগোপযোগী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন;
- খরা ও দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলার সফল ব্যবস্থাপনা;
- দরিদ্র ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগণকে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;
- খাদ্য নিরাপত্তা নীতিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বিতকরণ;
- লক্ষ্যভিত্তিক খাতে জনসাধারণের কাছে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো; এবং
- পেশাদারি, সক্ষম এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

কার্যক্রমঃ

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা;
- জাতীয় খাদ্য নীতির কলাকৌশল বাস্তবায়ন করা;
- নির্ভরশীল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা;
- নিরবচ্ছিন্ন খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;
- খাদ্য খাতে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প (স্কীম) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- দেশে খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন- চিনি, ভোজ্য তেল, লবণ ইত্যাদির সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- রেশনিং এবং অন্যান্য বিতরণ খাতে খাদ্য সামগ্রীর বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- খাদ্যশস্যের বাজার দরের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- গুণগত মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের মজুত ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ, খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা এবং পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- উৎপাদকগণের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং
- এ অধিদপ্তরের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান পরিচালনা করা।

সারণি ০১: খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদ নাম	পদ সংখ্যা
১	মহাপরিচালক (গ্রেড-১)	১
২	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (গ্রেড-২)	১
৩	আইন উপদেষ্টা (গ্রেড-৩)	১
৪	পরিচালক (গ্রেড-৩)	৭
৫	প্রধান মিলার (গ্রেড-৪)	১
৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রেড-৪)	১
৭	অতিরিক্ত পরিচালক (গ্রেড-৫)	৮
৮	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং (গ্রেড-৫)	১
৯	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (গ্রেড-৫)	৮
১০	সিস্টেম এনালিস্ট	১
১১	সাইলো অধীক্ষক (গ্রেড-৫)	৫
১২	নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) (গ্রেড-৫)	২
১৩	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/উপপরিচালক/উপপরিচালক (কারিগরি)/সহকারি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিনিয়র প্রশিক্ষক (গ্রেড-৬)	১০৩
১৪	রক্ষণ প্রকৌশলী (গ্রেড-৬)	৬
১৫	উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (গ্রেড-৬)	৪
১৬	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ইন্সট্রাক্টর/ম্যানেজার সিএসডি/নির্বাহী কর্মকর্তা(মিল)/ প্রশাসনিক কর্মকর্তা(সাইলো)	৭১
১৭	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সহকারি পরিচালক/ম্যানেজার পিইউপি/সহকারি প্রধান মিলার	২৪
১৮	প্রোগ্রামার	১
১৯	সহকারী প্রোগ্রামার	৩
২০	রসায়নবিদ	১
২১	সহকারী রসায়নবিদ	৯
২২	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	৬৪৪
২৩	আরএমই	৮
২৪	১০ম গ্রেড	১,৭৬৪
২৫	১১-১৬ তম গ্রেড	৫,৪৩১
২৬	১৭-২০ তম গ্রেড	৫,৬১৩
	মোট জনবল	১৩,৭১৯

উৎসঃ সংস্থাপন শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

২.০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

২.১ প্রশাসন বিভাগ

২.১.১ অর্গানোগ্রাম

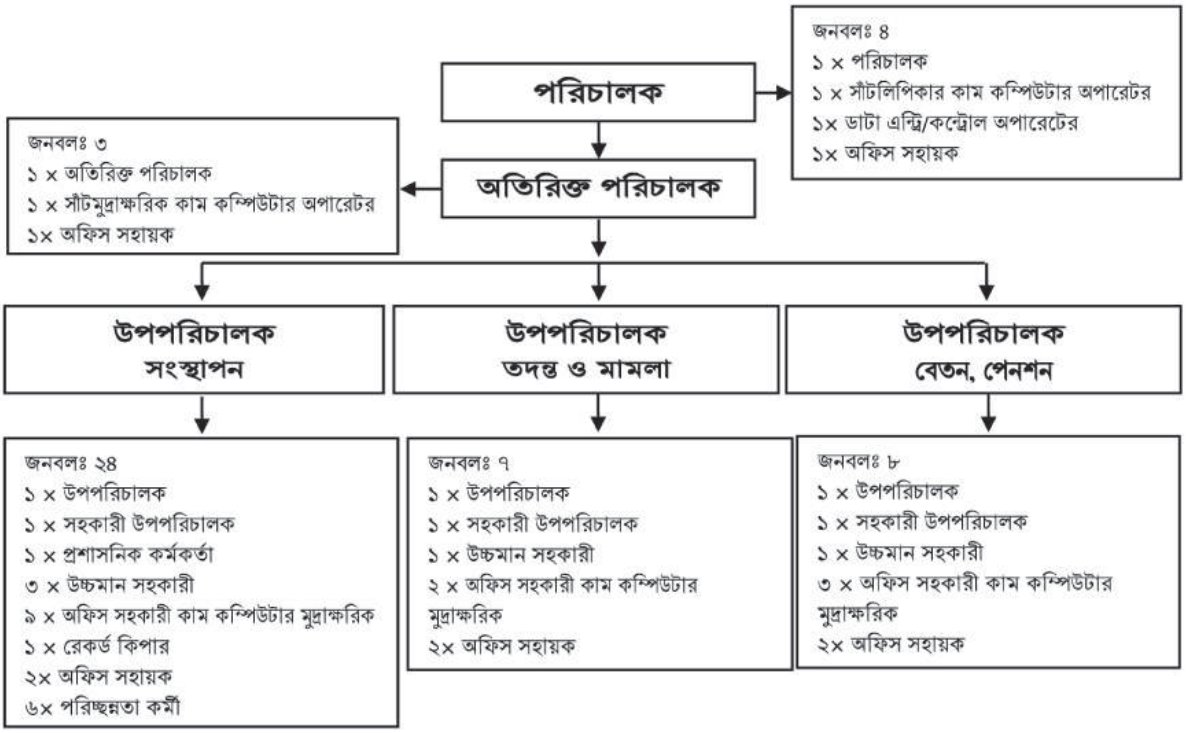

২.১.২ সংস্থাপন শাখা

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা জন্য ১৩,৬৯২টি পদের মঞ্জুরি রয়েছে। যার বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৭,৪৩৭ জন। নিম্নের ছকে খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরিকৃত, কর্মরত ও শূন্য পদের তথ্য প্রদত্ত হলোঃ

পদের শ্রেণী	মঞ্জুরিকৃত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণি ক্যাডার ও আইন উপদেষ্টা (২য় হতে ৯ম গ্রেড)	২৩৭	৯৫	১৪২
প্রথম শ্রেণি: নন-ক্যাডার (৫ম হতে ৯ম গ্রেড)	৬৭৪	৪৮৪	১৯০
দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম গ্রেড)	১৭৬৪	১০৯৭	৬৬৭
তৃতীয় শ্রেণি (১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড)	৫৪৩১	২৩০৪	৩১২৭
চতুর্থ শ্রেণি (১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড)	৫৬১৩	৩৪৫৭	২১৫৬
মোট=	**১৩৭১৯**	**৭৪৩৭**	**৬২৮২**

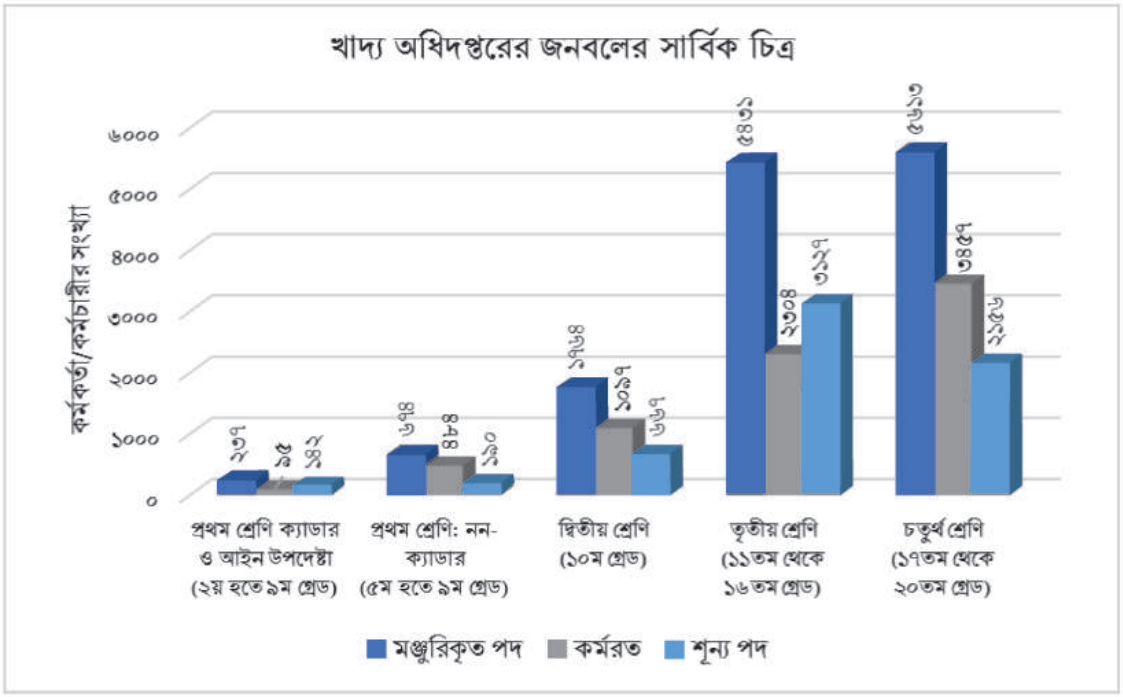

লেখচিত্র-০১: খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

২.১.২.১ খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

১ম শ্রেণির ক্যাডার পদসমূহে খাদ্য অধিদপ্তর/খাদ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের চাহিদার প্রেক্ষিতে ১ম শ্রেণির ক্যাডার পদে ৩৮তম বিসিএস এর মাধ্যমে ০৫ জন কর্মকর্তাকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৩৭তম বিসিএস (নন-ক্যাডার) হতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (১ম শ্রেণি) পদে ০১ জনকে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক সুপারিশের প্রেক্ষিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৩৬তম বিসিএস ও ৩৭ তম বিসিএস থেকে নন-ক্যাডার (২য় শ্রেণি) পদে ৫৫ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে৩৮তম বিসিএস থেকে নন-ক্যাডার (২য় শ্রেণি) খাদ্য পরিদর্শক/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক পদে ৯২ জন ও সুপারভাইজার পদে ১৫ জনকে সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও নন-গেজেটেড ৩য় শ্রেণির পদে আরও ৪০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৩৮তম, ৪১ তম ও ৪২ তম বি.সি.এস থেকে ১ম শ্রেণির ক্যাডার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছেঃ

পদের শ্রেণী	১ম শ্রেণির সাধারণ (ক্যাডার)	১ম শ্রেণির ক্যাডার কারিগরী	১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার (উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক)
৩৮ তম বি.সি.এস	-	-	১৬
৪১ তম বি.সি.এস	৬টি	২টি	-
৪৩ তম বি.সি.এস	৩টি	৪টি	
৪৪ তম বি.সি.এস	১	-	
মোট=	১০ টি	৬ টি	

এছাড়া আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী ৫টি, আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা ০৩ টি, উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ০১ টি, উপসহকারী প্রকৌশলী (স্থপতি) ০১টি, সহকারী রসায়নবিদ ০১টি শূন্যপদের বিপরীতে পিএসসি কর্তৃক সরাসরি নিয়োগের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

খাদ্য অধিদপ্তরের সরাসরি কোটায় ৩য় শ্রেণির ১১৩৯ টি এবং ৪র্থ শ্রেণি ২৭ টিসহ মোট ১১৬৬টি শূন্য পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩য় শ্রেণির পদে ৪০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণি ক্যাডার, ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে ২৯৯ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

সারণি ০২: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ শ্রেণির পদোন্নতির তথ্য

ক্র. নং	যে পদ হতে পদোন্নতি/পদায়ন দেয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	যে পদে পদোন্নতি/পদায়ন প্রদান করা হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল)	পদোন্নতির সংখ্যা
১.	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান ৩৫,৫০০-৬৭,০১০	অতিরিক্ত পরিচালক/সমমান ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	৫
২.	রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান ৩৫,৫০০-৬৭,০১০	সাইলো অধীক্ষক/সমমান ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-	১
৩.	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান ২২,০০০-৫৩,০৬০	রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমান ৩৫,৫০০-৬৭,০১০	২
৪.	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (আরএমই)/সহকারী প্রকৌশলী/সমমান বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-	তত্ত্বাবধায়ক বেতনস্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০/-	১
৫.	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (আরএমই)/সহকারী প্রকৌশলী/সমমান বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-	নির্বাহী প্রকৌশলী বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ /-	২
৬.	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (আরএমই)/সহকারী প্রকৌশলী/সমমান বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-	উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৯,৮৫০/-	২
৭.	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/-	২২
৮.	খাদ্য পরিদর্শক ও সমমান/প্রধান সহকারী ও সমমান/সুপারভাইজার বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান বেতন স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০/-	২
৯.	সহকারী উপ খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/-	উপ খাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/-	১৩০
১০.	সাইলো অপারেটিভ/মিল অপারেটিভ বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-	সহকারী অপারেটর/স্টেভেডর সরদার/সহকারী মিলরাইট/ভি-মেকানিক/মেকানিক/সমমান বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-	৭৮
১১.	অফিস সহায়ক বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-	৭৬
১২.	নিরাপত্তা প্রহরী বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০	সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ /-	১৫
		মোট=	২৯৯

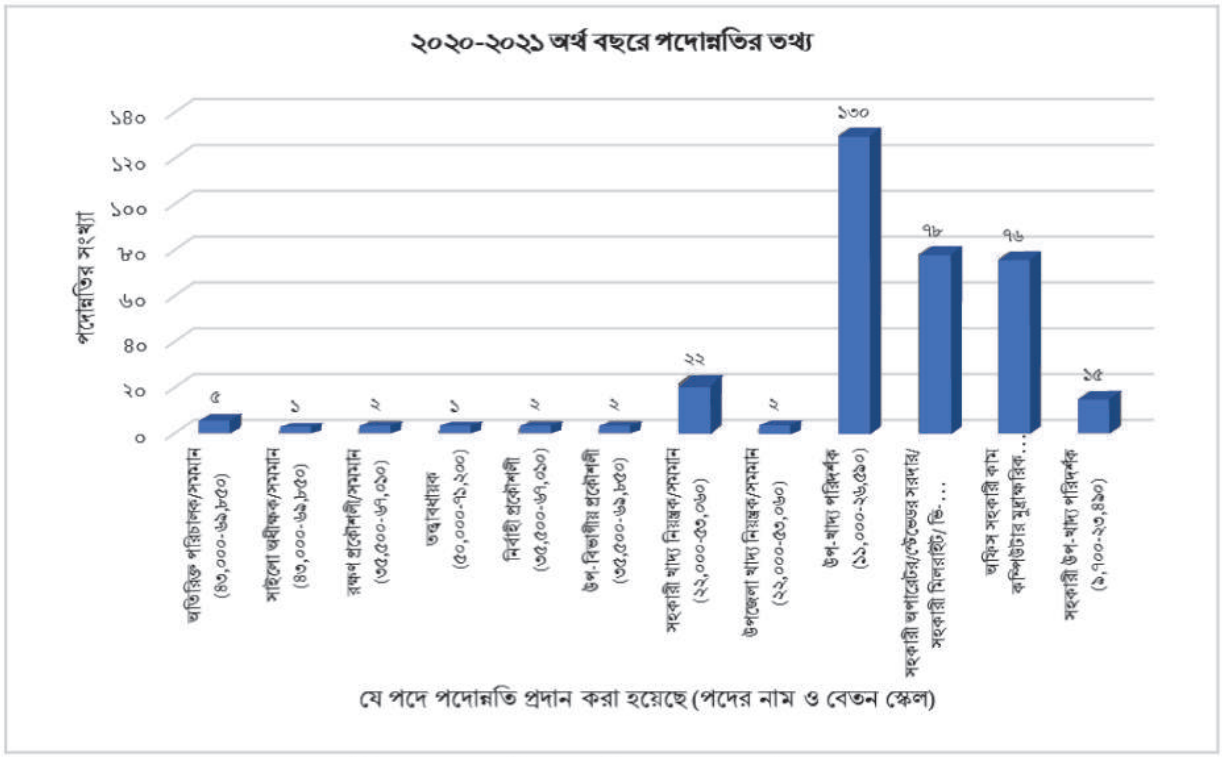

লেখচিত্র ২ : খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য

এছাড়া খাদ্য অধিদাপ্তরের মহাপরিচালক পদকে গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-১ এ; অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদকে গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-২ এ এবং পরিচালক পদসমূহকে গ্রেড-৪ হতে গ্রেড-৩ এ উন্নীত করা হয়েছে। সারাদেশে বিভিন্ন স্থাপনা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়/পদ সৃজনের কাজও গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণি ০৩: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে যে সকল স্থাপনাসমূহের পদ সৃজনের কার্যক্রম করা হয়েছে সে সকল স্থাপনাসমূহের নামের তালিকা

ক্র. নং	স্থাপনার নাম	প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা	সমন্বয়/ স্থানান্তর	নতুন সৃজনের জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা
০১	মোংলা সাইলো, খুলনা	১৭৫	১৭৩	০২
০২	সান্তাহার সাইলো, সান্তাহার, বগুড়া	১৩১	১২৪	০৭
০৩	পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা	১৫৩	৯৯	৫৪
০৪	Modern Food Storage Facilities শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরাধীন স্থাপনায় আইসিটি খাতে পদ সৃজন	১০১৮	১১৪	৯০৪
০৫	০৮টি স্টীল সাইলো (ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ, মহেশ্বরপাশা, মধুপুর, আশুগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ)	৭১৮	-	৭১৮
০৬	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় নবসৃষ্ট পাঁচপীর এলএসডির পদ সৃজন	০৫	-	০৫
০৭	নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলায় নবসৃষ্ট মীরগঞ্জ এলএসডির পদ সৃজন	০৫	-	০৫
০৮	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ	০৪	-	০৪
	সর্বমোট=	**২২০৯**	**৫১০**	**১৬৯৯**

২.১.২.২ শুদ্ধাচার বিষয়ক

খাদ্য অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ প্রণয়ন করে প্রশাসন বিভাগের ২৬/০৭/২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৭১২ নং স্মারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের সংস্থাপন শাখা হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ১৬/০৬/২০২১খ্রি. তারিখের ১২৬৫ নং স্মারকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তিন ক্যাটাগরি যথাঃ মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয় প্রধান/আঞ্চলিক প্রধান, খাদ্য অধিদপ্তর তথা খাদ্য ভবনের গ্রেড ০১ হতে গ্রেড ১০ এবং গ্রেড ১১ হতে গ্রেড ২০ ভুক্ত কর্মচারীগণের প্রত্যেক ক্যাটাগরি হতে একজন করে মোট (১+১+১)=৩ জন সরকারি কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করা করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ প্রণয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০১/০৬/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৫০৩ নং স্মারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.১.২.৩ করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকার

- **খাদ্য অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রমঃ** কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- জুম ক্লাউড/ভার্চুয়াল সভাঃ ভার্চুয়াল ট্রেনিং রুম ও ভার্চুয়াল সভা কক্ষ স্থাপনের মাধ্যমে সরাসরি ও ভার্চুয়ালি উভয়ভাবে সংযুক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ ও সভা পরিচালনা করা হচ্ছে।
- জুম অ্যাপঃ খাদ্য অধিদপ্তরে জুম অ্যাপের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি প্রায় ১,২৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে "কৃষকের অ্যাপ" এবং "ডিজিটাল চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- কৃষকের অ্যাপঃ ২১০ টি উপজেলায় "কৃষকের অ্যাপ" নামক মোবাইল অ্যাপ চালু করার মাধ্যমে কৃষকগণের নিকট হতে ধান সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনাঃ খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন প্রায় ৩২টি উপজেলায় "ডিজিটাল চাল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা" সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে মিলার নিবন্ধন ও চুক্তির তথ্য আপলোড করাসহ ঘরে বসে মিলারগণ বরাদ্দাদেশ পাওয়ার সুবিধা রেখে মিলারগণের নিকট হতে চাল সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- ই-নথিতে সরকারি কার্যাদি সম্পন্নকরণঃ লকডাউনকালীন খাদ্য অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন মাঠপর্যায়ের দাপ্তরিক জরুরি কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে যথারীতি সম্পাদন করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও ই-নথির ব্যবহার সকল পর্যায়ে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- কন্ট্রোল রুম স্থাপনঃ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই খাদ্য অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন মাঠপর্যায়ের সকল স্থাপনার দৈনন্দিন জরুরি কার্যক্রম স্বাভাবিক ছিল। পাশাপাশি অপারেশনাল কার্যক্রম যথাক্রমে- অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণ কার্যক্রম সার্বক্ষণিক চলমান রাখার স্বার্থে তথ্য আদান-প্রদানে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।
- ইপি/ওপি ও অত্যাবশ্যকীয় খাতে সেবা প্রদানঃ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই খাদ্য অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন মাঠপর্যায়ের সকল স্থাপনায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে ইপি/ওপি ও অত্যাবশ্যকীয় খাতে রেশন সেবা প্রদানের কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে।
- উপকারভোগীঃ বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে ওএমএস এর মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে আটা ও চাল বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, সাধারণ জনগণের জন্য ওএমএস, পুষ্টি চাল বিতরণসহ অন্যান্য বিলি বিতরণ কার্যক্রম কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও সম্পূর্ণেরূপে চালু রাখা হয়েছে।

২.১.২.৪ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ওএমএস এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি

- খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বিশেষ ওএমএস এর মাধ্যমে অতিদরিদ্র ও কর্মহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১০ টাকা মূল্যে চাল বিতরণ করা হয়। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৯,৫৬,৬৭১ টি পরিবার।
- গত ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে বিতরণকৃত মোট চালের পরিমাণ ৭,৪২,০০০ মে.টন
- ১ জুলাই ২০২০ হতে মার্চ ২০২১ মেয়াদে খাদ্যবান্ধব কর্মসুচিতে চাল বিতরণ ৫,৯৩,৫৮২ মে.টন
- ১ এপ্রিল ২০২১ মাসে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ১,৪৮,৪১৮ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে
- খাদ্যবান্ধব নীতিমালা অনুযায়ী বছরে কর্মাভাবকালীন ৫ মাস (সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, মার্চ ও এপ্রিল) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে চাল বিতরণ করা হয়।

- ওএমএস কর্মসূচিঃ গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ওএমএস কর্মসূচিতে বিতরণকৃত মোট ১,২৭,৫৮৮ মে.টন চাল (প্রতিকেজি ৩০/- টাকা দরে) এবং (৩,০১,৪২৬ মে.টন গম) প্রায় ২,৩১,৮৬৬ মে.টন আটা (প্রতিকেজি ১৮/ টাকা দরে) ন্যায্যমূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- **পুষ্টিচাল বিতরণ:** ১ মার্চ ২০২০ থেকে মে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ১,৩০,১৭০ মে.টন পুষ্টিচাল এবং ভিজিডি খাতে ১,১৫,৯৫৫ মে.টন পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে।
- আর্থিক সংশ্লেষঃ বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় খাদ্য অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন মাঠপর্যায়ের সকল কার্যক্রম খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সীমিত রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।
- কৃচ্ছতা সাধনঃ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্রমণ ব্যয় ৫০% নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি বিশেষ করে মটরযান ও মোটর সাইকেল ক্রয়ে ১০০% নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

২.১.২.৪ প্রকল্পসমূহে করোনার প্রভাব

স্বাস্থবিধি মেনে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন চলমান প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও করোনা পরিস্থিতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে আংশিক বিরূপ প্রভাব পড়েঃ

- "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সবচেয়ে বেশি ব্যহত হয়; যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ
    ১. লকডাউন থাকায় সমস্ত নির্মাণ সাইট গত ২৫ মার্চ/২০২০ থেকে জুন/২০২০ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাজ বন্ধ ছিল।
    ২. চলমান W3 (আশুগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও মধুপুর) প্যাকেজের আওতায় নির্মাণাধীন সাইলোর অধিকাংশ ইলেকট্রোম্যাকানিক্যাল আইটেম ইটালীর PTM ফ্যাক্টরী থেকে আনার জন্য এলসি খোলা হয়। উল্লেখ্য যে, ইটালীর ঐ সব অঞ্চলে দীর্ঘদিন লকডাউন থাকায় এলসি বাতিল করা হয়। বাতিলকৃত এলসি কয়েক মাস পর নতুন করে খোলা হয়। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২৭/০৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৫৭.৫%।
    ৩. এছাড়া সাইলোর বাকি আমদানি আবশ্যক যন্ত্রপাতি ইউরোপ এবং ইউএসএ এর বিভিন্ন কারখানা থেকে সংগ্রহ করা হবে যা লকডাউন পরিস্থিতির কারণে বিলম্বিত হচ্ছে।
    ৪. সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতের জন্য সব নির্মাণ শ্রমিককে একসাথে কাজ করতে না পারায় ১টি কাজ শেষ করতে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হচ্ছে।
    ৫. কোভিড-১৯ প্রলম্বিত হওয়ায় ধীর গতিতে কাজ চলমান আছে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় বিভিন্ন চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে।
    ৬. W3 প্যাকেজের সার্বিক গড় অগ্রগতি ৭৩%
- করোনায় "সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ" প্রকল্পের আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৩২টি গুদাম হস্তান্তর করা হয়েছে। মার্চ/২০২০ হতে সরকার ঘোষিত লকডাউনে প্রকল্পের সকল নির্মাণ কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। ২য় পর্যায়ে ২০২১ সালে ঘোষিত লকডাউনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নির্মাণ কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক গড় অগ্রগতি ৯৪%।
- "সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় গুদাম ও অন্যান্য স্থাপনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সাথে প্রকল্পের মেরামত ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের সার্বিক গড় অগ্রগতি ৭০%।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত "দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠীর নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য মুজিবর্ষ লোগো সম্বলিত হাউজহোল্ড সাইলো সরবরাহ" প্রকল্পের আওতায় সরবরাহতব্য ৩.০০ লাখ সাইলোর উৎপাদন ব্যহত হয়েছে। প্রকল্পটি জুলাই-২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিগত ১৬/০৭/২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি বিভাগের ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলার ৩ লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাঠপর্যায় হতে ২৩টি জেলার মধ্যে ২১ জেলার উপকারভোগীদের চূড়ান্ত তালিকা পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ২টি জেলার তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। পারিবারিক সাইলো উৎপাদনপূর্বক উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।
- সীমাবদ্ধতাঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিম্নআয়ের মানুষের জন্য ওএমএস-এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রয় এবং কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি মোবাইল এ্যপসের মাধ্যমে ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে কৃষকের ব্যবহার উপযোগী মোবাইলের অভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেট সেবা কাঙ্খিত মাত্রায় গতিসম্পন্ন নয়। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ বিদ্যমান

থাকায় অনলাইনে সকল সেবা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সেবা প্রদান একটি চ্যালেঞ্জ। উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারি সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

- ভবিষ্যত কর্মসূচিঃ

  কিন্তু বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে সমানুপাতিক হারে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন।

২.১.৩ তদন্ত ও মামলা শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের তদন্ত ও মামলা শাখা হতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ সহ অন্যান্য আইন ও বিধিমালার আলোকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তর হতে ৮৮ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৬ জনকে অব্যাহতি, ৪৭ জনকে লঘুদন্ড এবং ০২ জনকে গুরুদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয় হতে ১০ম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে লঘুদন্ডের আওতায় বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আনীত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০২০-২০২১) মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০২০-২০২১) নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা			অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা (৩০ জুন, ২০২১)
	অব্যাহতি	লঘুদন্ড প্রাপ্ত	গুরুদন্ড প্রাপ্ত	
১৪৬	২৬	৪৭	০২	৭১

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভাগীয় মামলা ব্যতীত অন্যান্য চলমান মামলার তথ্যঃ

ক্রমিক নং	মামলার ধরন	চলমান মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
১।	কনটেম্পট পিটিশণ	৭		
২।	বাস্তবায়ন মামলা	৩		
৩।	এ.টি মামলা	২৭		
৪।	এ.এ.টি মামলা	১৪		
৫।	রিট পিটিশন	১৪৩		
৬।	সি.পি.এল.এ/রিভিউ/রিভিশন/ফাষ্ট আপিল এবং অন্যান্য	২১৪		
৭।	দেওয়ানি আদালতে	৬১৫		
৮।	মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে	৩		
৯।	জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্টে আদালতে	২১		
১০।	শ্রম আদালতে	২		
১১।	মোট নিস্পত্তি		৩৬৮	
		১০৪৯	৩৬৮	১৪১৭

সূত্রঃ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

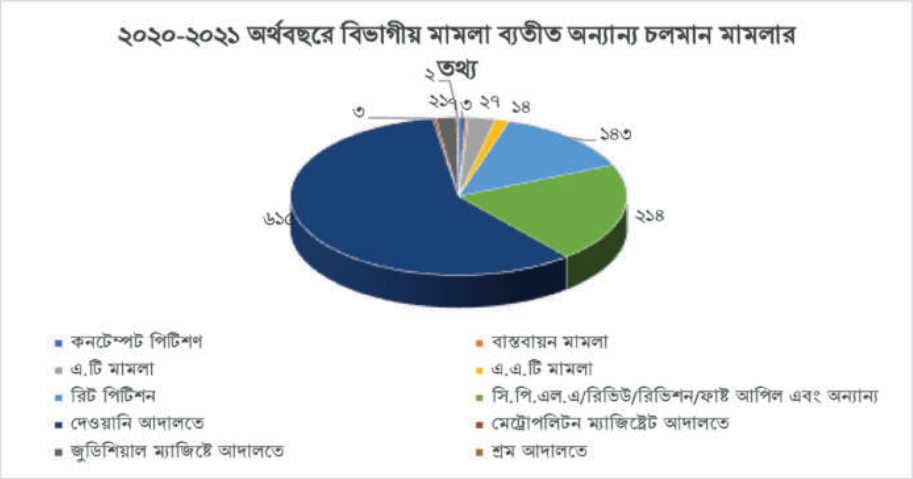

লেখচিত্র ৩ : বিভাগীয় মামলা ছাড়া অন্যান্য চলমান মামলার তথ্য

২.১.৪ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা হতে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১ম শ্রেণি (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় অবসর, জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরকরণ, উচ্চতরগ্রেড, সম্মানিভাতা, আর্থিক ক্ষমতা প্রদান, ভ্রমণ বিল অনুমোদন, বকেয়া বেতনভাতা এবং কল্যাণ তহবিলে আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে ২৪৪ জন কর্মচারীর পিআরএল ও স্বেচ্ছায় অবসর মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ১৯৭ জন কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তর হতে ৪৪ জন কর্মকর্তার পিআরএল ও ৮৫ জন কর্মকর্তার পেনশন মঞ্জুরির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও ১০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুর, ৪৬ জন কর্মচারীর উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুর, ২১টি ভ্রমণ বিল অনুমোদন, ০৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর না দাবি সনদ প্রদান, ২৩ জন কর্মকর্তাকে আহরণ-ব্যয়ন ক্ষমতা প্রদান, ৩৪৬৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মানিভাতা প্রদান ও ০৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর আর্থিক অনুদানের আবেদন কল্যাণ তহবিলে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে হতে পিআরএল, পেনশন ও জিপিএফ মঞ্জুরির তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে বিভিন্ন প্রকার মঞ্জুরির তথ্যাদি:

পি আর এল মঞ্জুরি		পেনশন মঞ্জুরি		জিপিএফ মঞ্জুরি	উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুরি
অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর	মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	১ম/২য়/৩য় অফেরতযোগ্য/চূড়ান্ত	
২৪৪ জন	৪৪ জন	১৯৭ জন	৮৫ জন	১০৫ জন	৪৬ জন

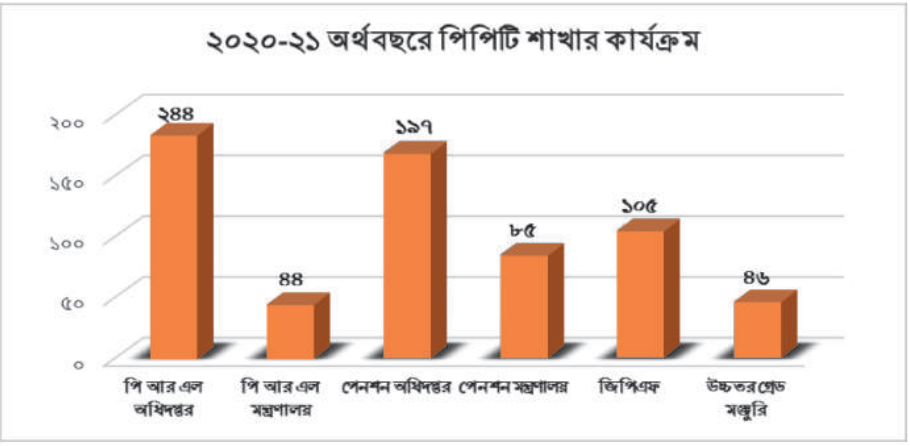

লেখচিত্র ৪ : ২০২০-২০২১ পিপিটি শাখার কার্যক্রম

সারণি ০৪: ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর হতে পিআরএল এ গমনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পদবি	কর্মস্থল	পিআরএল এ গমনের তারিখ
১	জনাব এ, কে, এম ফজলুর রহমান	পরিচালক	প্রশিক্ষণ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	০১/০২/২০২১ খ্রি.
২	জনাব পরেশ চন্দ্র শীল	সহকারী উপপরিচালক	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৯/০৬/২০২০ খ্রি.
৩	জনাব মো: আবদুল হাই	সহকারী উপপরিচালক	প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	০৬/১১/২০২০ খ্রি.
৪	জনাব সরদার মো: আকবর হোসেন	সহকারী উপপরিচালক	সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	৩১/১২/২০২০ খ্রি.
৫	জনাব মোঃ রমজান আলী	সহকারী উপপরিচালক	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	০১/০৩/২০২১ খ্রি.
৬	জনাব এ,বি,এম ফারুক	আঞ্চলিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তা	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ময়মনসিংহ	৩০/০৩/২০২১ খ্রি.
৭	জনাব মো: শুকুর মিয়া	অফিস সহায়ক	চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	২০/০৬/২০২০ খ্রি.
৮	জনাব জয়নাল আবেদীন	অফিস সহায়ক	চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	০৫/০২/২০২১ খ্রি.
৯	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ	নিরাপত্তা প্রহরী	এমআইএসএন্ডএম বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	০১/০১/২০২১ খ্রি. (স্বেচ্ছায় অবসর)

২.২ প্রশিক্ষণ বিভাগ

২.২.১ অর্গানোগ্রাম

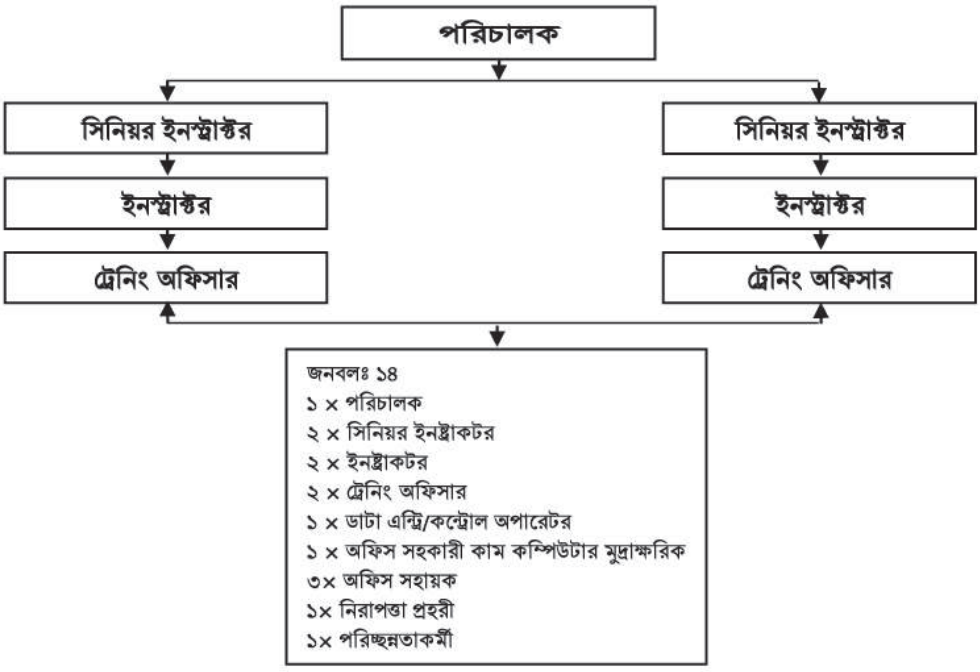

২.২.২ বিভাগ পরিচিতি

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত কর্মী বাহিনী গঠন তথা সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কানাডিয়ান সিডা প্রকল্পের আওতায় ১৯৯১ সনের ২১ আগস্ট থেকে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগের যাত্রা শুরু। ২১/১২/১৯৯১ খ্রি. তারিখ হতে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ৩০/০৬/১৯৯৪ খ্রি. তারিখে প্রকল্প শেষ হয়ে যায়।

২.২.৩ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

(ক) সরকারি খাদ্য পরিকল্পনা, নীতিমালা ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
(খ) খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান;
(গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
(ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়নে খাদ্য নিরাপত্তার আবশ্যকতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
(ঙ) তথ্য প্রযুক্তিসহ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান;
(চ) খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত, দক্ষ ও কর্মক্ষম মানব সম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন ও সেবার মান উন্নয়ন।

২.২.৪ বাস্তবায়ন পদ্ধতি

ক) প্রশিক্ষণকালীন লেকচার/ডিসকাশন মেথডের মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রদান;
খ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতে কলমে কারিগরি জ্ঞান প্রদান;
গ) মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলা কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান;
ঘ) কম্পিউটার ল্যাবে মৌলিক কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

বর্তমানে নিম্নোক্ত ১৪ (চৌদ্দ) টি পদ বছরভিত্তিক রাজস্ব বাজেটে অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণপূর্বক প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১ (এক)টি
২	সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর	২ (দুই)টি
৩	ইনস্ট্রাক্টর	২ (দুই)টি
৪	ট্রেনিং অফিসার	২ (দুই)টি
১	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১ (এক)টি
৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১ (এক)টি
৬	অফিস সহায়ক	৩ (তিন)টি
৭	নিরাপত্তা প্রহরী	১ (এক)টি
৮	পরিচ্ছন্ন কর্মী	১ (এক)টি

২.২.৫ বিভাগের কর্মকান্ড

সরকারের প্রশিক্ষণ নীতিমালার আলোকে আগামীতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও ব্যাপক ও যুগোপযোগী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে অত্র বিভাগের শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, সভাকক্ষ, ডরমেটরি আরও অধিকতর আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ সুসজ্জিত করা হচ্ছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে খাদ্য অধিদপ্তরের দক্ষতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও SDG অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

প্রশিক্ষণ বিভাগ সৃষ্টির পর হতে অত্র বিভাগ বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডার কর্মকর্তা এবং অন্যান্য শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে।

সারণি ০৫: ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	কর্মসূচি	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	গ্রেড ১৭-২০ ভুক্ত কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training) ৪টি ব্যাচে (২৩+২২+২২+২৩)	৯০(নব্বই) জন
২.	গ্রেড ১১-১৬ ভুক্ত কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training) ৩টি ব্যাচে (২৫+২৪+২৩)	৭২(বাহাত্তর) জন
৩.	গ্রেড ১০ ভুক্ত কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training)	২৫(পঁচিশ) জন
৪.	১ম শ্রেণির (নন ক্যাডার) কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training)	২৮(আটাশ) জন
৫.	৩৮তম বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডার এর নব-যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের	১০(দশ) জন

	Orientation Training এবং on the job Training কোর্স ২টি ব্যাচে (৫+৫)	
৬.	খাদ্য অধিদপ্তরে নিয়োজিত গাড়িচালকদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training) কোর্স, ২০২১, ২টি ব্যাচে (২৫+২০)	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) জন
৭.	"সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ ও ই-নথির ব্যবহার" বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (In house training) কোর্স ২০২১ এ ৪টি ব্যাচে (২৫+২৪+২০+২১)	৯০ (নব্বই) জন
৮.	খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং APAMS সফটওয়্যার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২০২১ এ ২টি ব্যাচে (২৮+১০৫)	১৩৩ (একশত তেত্রিশ) জন
৯.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বিষয়ে দিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ, ৩টি ব্যাচে (৮৫+৭৮+৮৫)	২৪৮ (দুইশত আটচল্লিশ) জন
১০.	অনলাইনে সিটিজেন চার্টার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৩টি ব্যাচে (৮৮+৯৭+৭১)	২৫৬ (দুইশত ছাপ্পান্ন) জন
১১.	অনলাইনে শুদ্ধাচার ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৩টি ব্যাচে (৭৯+৮৬+৭৯)	২৪৪ (দুইশত চুয়াল্লিশ) জন
১২.	"ই-নথি, মাইক্রোসফট অফিস এবং তথ্য প্রযুক্তি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২০২১ এ ২টি ব্যাচে (২০+১৯)	৩৯ (উনচল্লিশ) জন
১৩.	"Movement programming software" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯ (উনিশ) জন
১৪.	অনলাইনে "সুশাসন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৯১ (একানব্বই) জন
	মোট =	**১৩৯০ (এক হাজার তিনশত নব্বই) জন**

প্রশিক্ষণ বিভাগ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন কোর্সে খাদ্য বিভাগের ১৩৯০ (এক হাজার তিনশত নব্বই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অফলাইন ও অনলাইনে ৯৫৬৮ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (বিআইএম, এনএপিডি, আরপিএটিসি, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বিটাক ইত্যাদি) খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্স/কর্মসূচিতে ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়াও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের পূর্ববর্তী ৫ (পাঁচ) টি অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২০১৯-২০	৮০৭ জন
২০১৮-১৯	৭২১ জন
২০১৭-১৮	৫৯৬ জন
২০১৬-১৭	৬৮১ জন
২০১৫-১৬	৬৫৯ জন

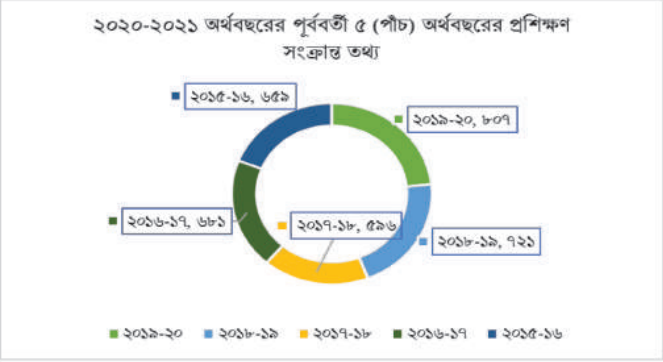

লেখচিত্র ৫ : ২০২০-২০২১ অর্থবছরের পূর্ববর্তী ৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২.২.৬ প্রশিক্ষক

প্রশিক্ষণ বিভাগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে মহাপরিচালক হতে খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও প্রতিষ্ঠানের বক্তাগণ পাঠদান করেন।

৩.০ খাদ্য পরিস্থিতি (২০২০-২০২১)

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে টেকসইভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি উপাদান/নিয়ামক যথা খাদ্যের প্রাপ্যতা (Food Availability), জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ তথা ক্রয় ক্ষমতা (Access to Food) এবং পুষ্টি অবস্থার (Nutritional Status) উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে যা অনুকরণীয়। পুষ্টিহীনতার প্রবণতা বা 'ক্ষুধা' পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত সূচকের হার ১৯৯৯-২০০১ সময়ে গড়ে ২০.৮% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-২০১৮ সময়ে গড়ে ১৪.৭% এ উপনীত হয়েছে। একইভাবে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার ২০০৪ সালে ৫১%, কৃশতার

হার ১৫% এবং কম ওজনের শিশুর হার ৪৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে যথাক্রমে ৩১%, ৮% এবং ২২% হয়েছে (বিডিএইচএস ২০১৭-১৮, নিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)।

উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরও দেশে অপুষ্টিসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় কতিপয় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে; যেমন: জনসংখ্যা ও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ফলে কৃষি শ্রমিকের সংকট বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদনশীলতায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নগরায়ন বৃদ্ধির ফলে নগরবাসীর খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে বাজার শৃঙ্খলের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। এসব চ্যালেঞ্জকে হিসেবে নিয়ে দেশের আপামর জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2) ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশকে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অগ্রযাত্রায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি ২০৩০) সাথে মিল রেখে বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০' এর প্রণয়ন করা হয়েছে যা বিশেষত: অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিবছর জাতীয় খাদ্যনীতি কর্মপরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়ে থাকে। মনিটরিং রিপোর্ট ২০২১ (অর্থবছর ২০১৯-২০) প্রকাশ ও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৩.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি

বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক আউশ, আমন, বোরো ও গম ফসলের উৎপাদন চূড়ান্তকরা হয়েছে যথাক্রমে ২৭.৫৫ লাখ মে.টন ও ১৪২.০৩লাখ মে. টন, ১৯৬.৪৫লাখ মে.টন ও ১০.২৯ লাখ মে. টন। অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) মোট উৎপাদন ৩৭৬.৩২ লাখ মে. টনে (চাল ৩৬৬.০৩ লাখ মে.টন ও গম ১০.২৯ লাখ মে. টন) চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪১০.৮৬ লাখ মে. টন (চাল ৩৯৭.৮৭ লাখ মে.টন ও গম ১২.৯৯ লাখ মে. টন) খাদ্যশস্যর (চাল ও গম) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নিচের সারণিতে দেশের সার্বিক খাদ্য শস্য উৎপাদন পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে।

সারণি-৬: অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্যশস্য	২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকৃত অর্জন		২০২০-২১ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	
	বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্তকৃত		কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	
	আবাদকৃত জমি (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মে.টন)	আবাদকৃত জমি (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ মে.টন)
আউশ	১০.৯৫	২৭.৫৫	১৩.৩০	৩৬.৪৫
আমন	৫৫.৬	১৪২.০৩	৫৮.৯৫	১৫৬.১১
বোরো	৪৭.৬২	১৯৬.৪৫	৪৭.৮৫	২০৫.৩১
মোট চাল	১১৪.১৭	৩৬৬.০৩	১২০.১০	৩৯৭.৮৭
গম	৩.৩২	১০.২৯	৩.৫৫	১২.৯৯
মোট খাদ্যশস্য	১১৭.৪৯	৩৭৬.৩২	১২৩.৬৫	৪১০.৮৬

সূত্রঃ ১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
২) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা।

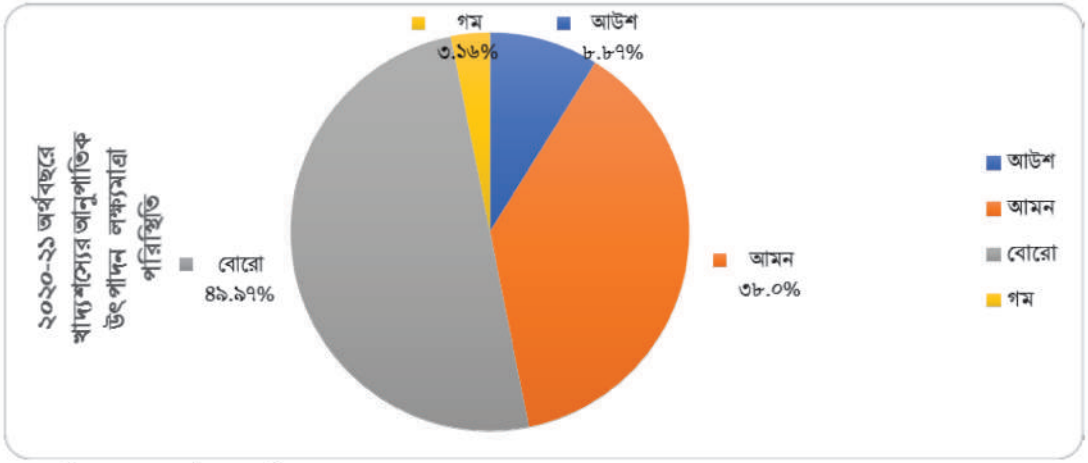

উৎস: কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা ।

লেখচিত্র-৬: ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো

৩.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি

৩.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি

২০২০-২১ অর্থবছরে (জুলাই/২০২০-জুন/২০২১) অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারি জাতীয় গড় মূল্য জুলাই/২০২০ এর তুলনায় জুন/২০২১ এ উভয় ক্ষেত্রেই যথাক্রমে ১০.৮৯% ও ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই মাসে খোলা আটার খুচরা ও পাইকারি মূল্য কিছুটা কম থাকলেও পরবর্তীতে কিছুটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের চাল ও গমের জাতীয় গড় মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য নিচের সারণীদ্বয়ে দেখা যেতে পারে।

সারণি-৭: মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

মাসের নাম	মোটা চাল (টাকা/কেজি)		গম (টাকা/কেজি)		খোলা আটা (টাকা/কেজি)	
	পাইকারি	খুচরা	পাইকারি	খুচরা	পাইকারি	খুচরা
জুলাই/২০	৩৬.৫৪	৩৮.৯	২৪.৮৪	২৭.৫৪	২৪.৫৯	২৭.১৩
আগস্ট/২০	৩৮.৩৩	৪০.৫৬	২৫.৮৫	২৮.০০	২৪.৫০	২৭.০০
সেপ্টেম্বর/২০	৪০.৪৪	৪২.৭২	২৫.০১	২৮.৪৮	২৪.৭১	২৭.১৭
অক্টোবর/২০	৪১.৯৩	৪৪.২২	২৫.০৯	২৮.৪৮	২৪.৯১	২৭.৩৫
নভেম্বর/২০	৪১.২৭	৪৩.৬৭	২৫.৩৬	২৮.৫	২৫.৬৯	২৮.৩৫
ডিসেম্বর/২০	৪০.৬৭	৪৩.২	২৫.৪৯	২৮.৬৩	২৫.৯৩	২৮.৪০
জানুয়ারি/২১	৪০.৫৬	৪৩.০৬	২৫.৭২	২৮.৭৫	২৬.৫১	২৮.৮৮
ফেব্রুয়ারি/২১	৪১.৭৩	৪৪.০৩	২৬.১৩	২৮.৮০	২৭.১২	২৯.৬১
মার্চ/২১	৪২.৫৬	৪৪.৮৬	২৬.৪৭	২৯.২৯	২৭.১৯	২৯.৬২
এপ্রিল/২১	৪২.৪৪	৪৪.৬৬	২৬.১৭	২৯.২১	২৬.৯৪	২৯.৪২
মে/২১	৪০.৫৫	৪২.৬৩	২৬.৪৬	২৯.৪৬	২৬.৫৭	২৯.০৫
জুন/২১	৪০.৫২	৪২.৭৯	২৬.৩৩	২৮.৮২	২৬.৩৩	২৮.৭৩
গড়	৪০.৬৩	৪২.৯৪	২৫.৭৪	২৮.৬৬	২৫.৯২	২৮.৩৯

সূত্র : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কৃষি মন্ত্রণালয়)। * এপ্রিল-জুন/২০২১ মাসের খুচরা ও পাইকারি জাতীয় গড় মূল্য সাময়িক হিসাবে

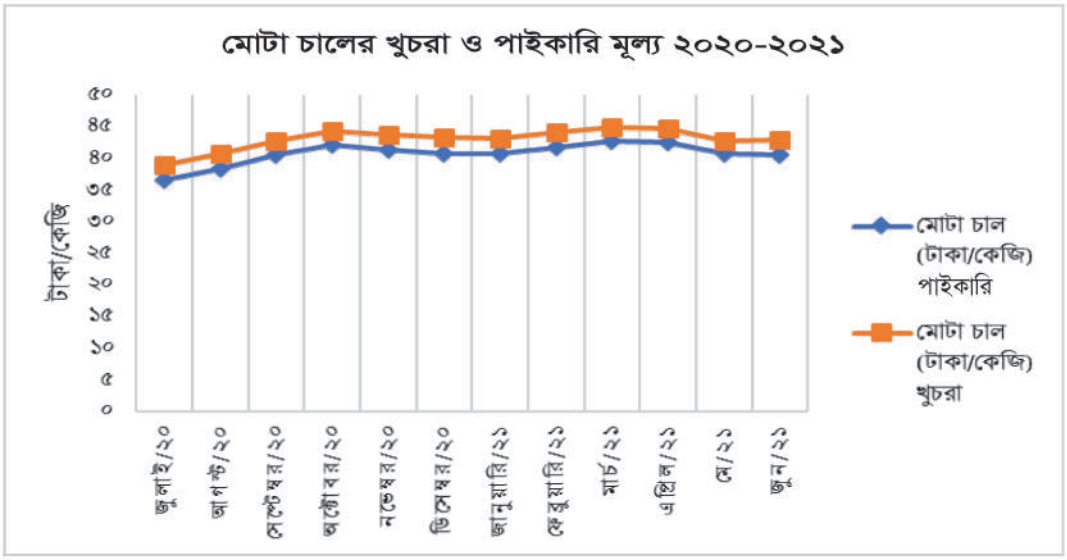

লেখচিত্র-৭: মোটা চালের খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

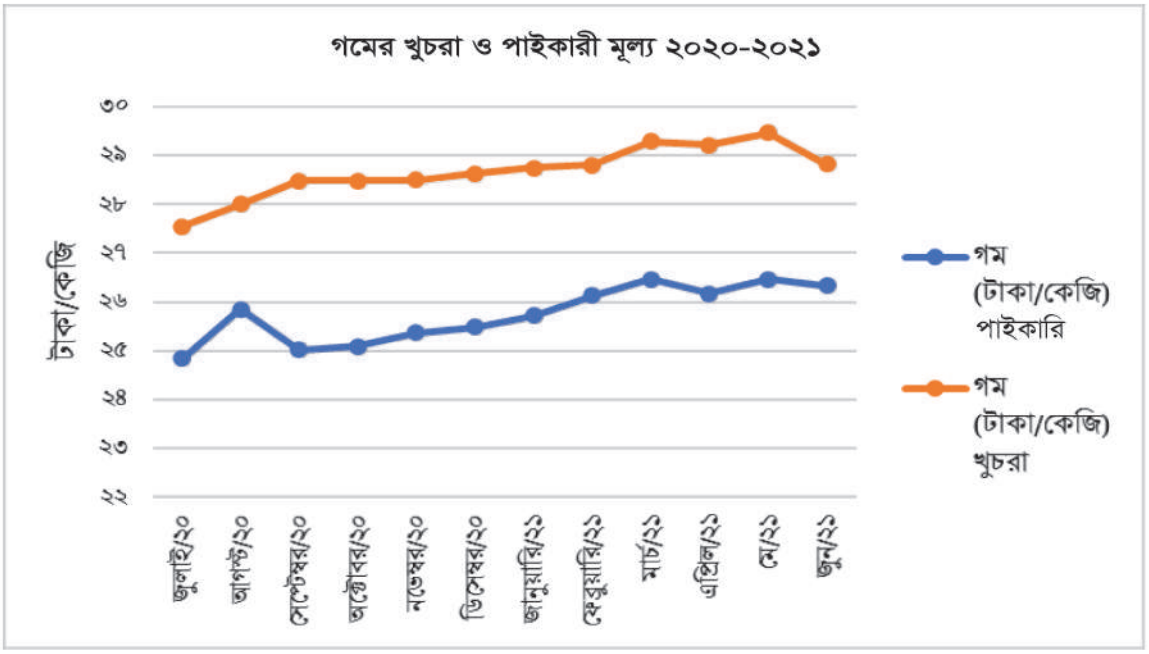

লেখচিত্র-৮: গমের খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

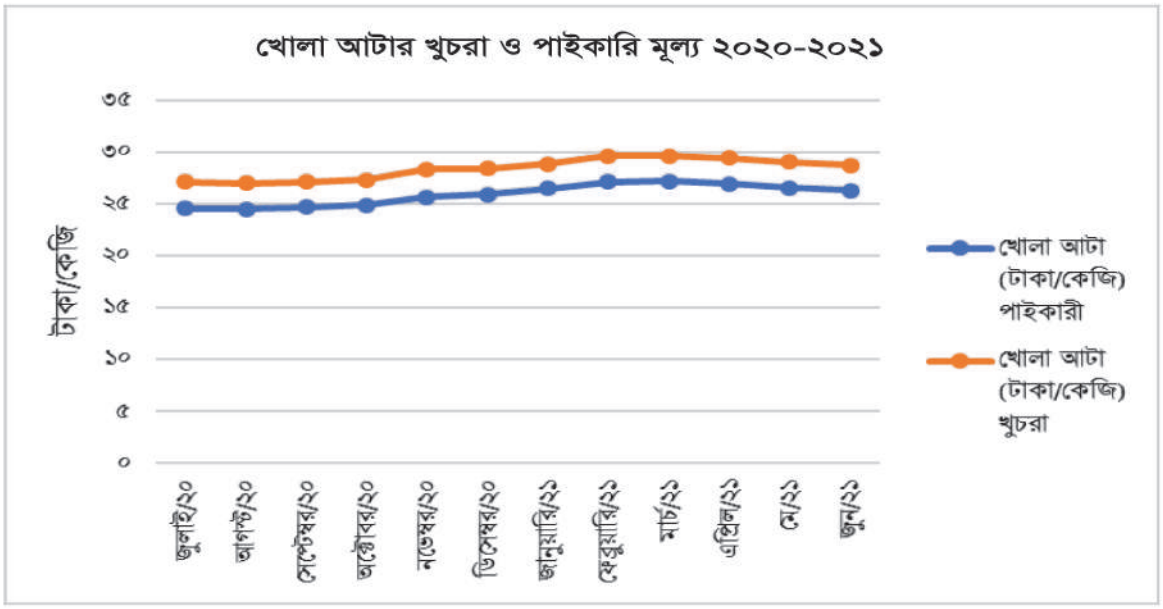

লেখচিত্র-৯: খোলা আটার খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

৩.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি

বিগত এক বছরে (জুলাই/২০-জুন/২১) আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য রপ্তানিকারক দেশ ও প্রকারভেদে বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে ভারতীয় সিদ্ধ (৫% ভাঙ্গা) চালের মূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। গত জুলাই/২০ মাসের তুলনায় জুন/২১ মাসে ভিয়েতনাম ও পাকিস্তানে যথাক্রমে প্রায় ৭% ও ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতীয় সিদ্ধ (৫% ভাঙ্গা) চালের মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের (লাল নরম গম) , ইউক্রেন ও রাশিয়ার গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ২৯%, ২৬% ও ২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৮: আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি ২০২০-২০২১

মাস	চাল (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)				গম (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য)		
	থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক)	১৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম)	৫% সিদ্ধ চাল (ভারত)	৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান)	ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ)	ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)	রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্লাক সি)
জুলাই/২০	৪৬১	৪১৬	৩৭৫	৪৩০	২০৭	২০৬	২০৮
আগস্ট/২০	৪৮৬	৪৬৬	৩৮৪	৪২৬	২২০	২০৪	২০৫
সেপ্টেম্বর/২০	৪৮৫	৪৫৫	৩৮১	৪২৪	২৪৫	২২৬	২২৮
অক্টোবর/২০	৪৫১	৪৬০	৩৬৯	৪১২	২৫০	২৫০	২৫১
নভেম্বর/২০	৪৭১	৪৮৫	৩৬৬	৪০২	২৪৯	২৫৬	২৫৬
ডিসেম্বর/২০	৪৯৪	৪৮৯	৩৭৩	৪৩৮	২৮০	২৫৮	২৫৯
জানুয়ারি/২১	৫১৫	৪৯৪	৩৯২	৪৪৩	২৭৮	২৯৩	২৮৪
ফেব্রুয়ারি/২১	৫২২	৪৯৯	৩৮৫	৪৫৬	২৭৮	২৮৩	২৮৪
মার্চ ২১	৪৯৭	৪৯৬	৩৮৫	৪৪৩	২৭৮	২৭৫	২৭৫
এপ্রিল/২১	৪৭০	৪৭৪	৩৭৫	৪৩৭	২৭৮	২৫৪	২৫৫
মে/২১	৪৬৩	৪৭৫	৩৬৮	৪৪৪	২৯৪	২৭৫	২৭৩
জুন/২১	৪৪২	৪৪৬	৩৬২	৪৪৭	২৬৭	২৬০	২৬২
গড় (২০২০-২১)	**৪৮০**	**৪৭১**	**৩৭৬**	**৪৩৩**	**২৬০**	**২৫৩**	**২৫৩**

সূত্র: Live Rice Index, www.fao.org and agrimarket.info